

জাবির প্রশাসনিক ভবনে তালা পাল্টাপাল্টি অবস্থান

জাবি প্রতিনিধি

১৮ মে ২০২৬, ১২:০০ এএম



নতুন ধারার দৈনিক

আমাদের সময়



জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাঁচ দিন ধরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্ত যুবককে দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে চলমান আন্দোলনের মধ্যে গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা, মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এ সময় ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে পাল্টাপাল্টি অভিযোগের ঘটনা ঘটে।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সকাল ১০টার দিকে একদল শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। এ সময় তারা ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে প্রক্টরিয়াল বডির বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ তোলেন।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, ঘটনার পর পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্ত এখনও গ্রেপ্তার হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত ও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা। এ সময় জাকসুর কয়েকজন নেতা অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রশাসনের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দেন।

আন্দোলনরত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ৫৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আদূতা রায় বলেন, এই আন্দোলনে কিংবা এই পুরো ঘটনা নিয়ে প্রশাসন যে ধরনের বিবেচনাবোধ বা দায়িত্ববোধ দেখানোর কথা ছিল, তার বিন্দুমাত্র দেখাচ্ছে না। ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া কিংবা আসামি গ্রেপ্তার সম্পর্কে কোনো আপডেট তথ্য উপাচার্য জানাতে পারেন না।

মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম বলেন, আমরা অপরাধীকে গ্রেপ্তারের কোনো সময়সীমা জানাতে পারছি না। আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি অপরাধী ধরা পড়বে।

এদিকে চলমান আন্দোলনে প্রক্টর ও পুরো প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগ দাবিকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ভিন্নমত দেখা দিয়েছে। বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলো প্রশাসনের দায় চিহ্নিত করে তাদের পদত্যাগ দাবি করলেও অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন বলছে, আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত অভিযুক্তকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাবি শাখার আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর বলেন, আমাদের মূল দাবি অপরাধীর দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার নিশ্চিত করা। পরে তদন্তের মাধ্যমে প্রক্টরের গাফিলতি প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

জাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ক্যাম্পাসে নারী নিরাপত্তাহীনতার ঘটনা উদ্বেগজনক। তবে কিছু শিক্ষার্থী মূল দাবির চেয়ে প্রক্টরের পদত্যাগ ইস্যুকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এতে অপরাধীর বিচারের বিষয়টি আড়ালে চলে যাচ্ছে।

জাতীয় ছাত্রশক্তির জাবি শাখার সভাপতি জিয়াউদ্দিন আয়ান অভিযোগ করেন, একটি পক্ষ পরিকল্পিতভাবে প্রশাসনের পদত্যাগ ইস্যু সামনে এনে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট (মার্ক্সবাদী) জাবি শাখার মূখ্য সংগঠক সজীব আহমেদ জেনিচ বলেন, আমরা শুধু পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছি না। আমাদের ছয় দফা দাবির মধ্যে দোষীর দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারও রয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রক্টরিয়াল টিম শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমরা পুরো প্রক্টরিয়াল বডি'র পদত্যাগ চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম রাশিদুল আলম বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছে। তবে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিশীলতা নষ্টের কোনো প্রচেষ্টা কাম্য নয়।

অন্যদিকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসানকে 'ফ্যাসিস্ট' আখ্যা দেওয়ার প্রতিবাদে রবিবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের পাদদেশে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। মানববন্ধনে বক্তারা উপাচার্যের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের নিন্দা জানান এবং দায়ীদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।

দর্শন বিভাগের সাবেক ভিপি রাসেল আকন্দ বলেন, "উপাচার্য দীর্ঘদিন ধরেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তাকে 'ফ্যাসিস্ট' বলা অত্যন্ত নিন্দনীয়।"

জাকসুর কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ আলী চিশতী বলেন, 'সাম্প্রতিক ঘটনার পর সবার একমাত্র দাবি হওয়া উচিত ছিল অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। কিন্তু একটি গোষ্ঠী মূল বিচার দাবিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে।

দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী রুবিনা জাহান তিথি বলেন, আন্দোলনের ভাষা অবশ্যই মার্জিত, শালীন ও দায়িত্বশীল হতে হবে।'

এদিকে উপাচার্যকে 'ফ্যাসিস্ট' আখ্যা দেওয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য বলে মন্তব্য করেছে শাখা ছাত্রদল। শাখা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ অন্তরের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান দীর্ঘ ১৭ বছর আওয়ামী ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এমন একজন শিক্ষককে 'ফ্যাসিস্ট' হিসেবে চিহ্নিত করা সত্যের অপলাপ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, প্রশাসন শুরু থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে অপরাধী শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি আক্রমণ ও রাজনৈতিক বিভাজনের পরিবর্তে অপরাধীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ১২ মে রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত পুরাতন ফজিলাতুল্লাহ হলের ও আল-বেরুনি হলের সম্প্রসারিত অংশের সংলগ্ন এলাকায় এক নারী শিক্ষার্থীকে জঙ্গলের ভেতরে টেনে নিয়ে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর থেকেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং অভিযুক্তের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন শিক্ষার্থীরা।